তৃতীয় মাত্রা

পর্ব-৬৫১৪

উপস্থাপনা: জিল্লুর রাহমান

আলোচক- আজকের অতিথি বাংলাদেশ চেম্বার অব ইন্ডাস্ট্রিজ-এর সাবেক সভাপতি ও এফবিসিসিআই-এর সাবেক পরিচালক শাহেদুল ইসলাম হেলাল এবং জাতীয় রাজস্ব বোর্ড (এনবিআর)-এর সাবেক চেয়ারম্যান ড. মুহাম্মদ আব্দুল মজিদ।

তারিখ-২.০৬.২০২১

জিল্লুর রাহমানঃ বাংলাদেশ ও বাংলাদেশের বাইরে পৃথিবীর বিভিন্ন প্রান্ত থেকে যে যেখান থেকে চ্যানেল আই দেখছেন আপনাদের সকলকে সাদর আমন্ত্রণ তৃতীয় মাত্রা দেখবার জন্য। আগামী বিকেলে সংসদে জাতীয় অর্থবছরের বাজেট উত্থাপিত হবে। অতিমারির কারণে একটি ভিন্ন ধরণের আবহাওয়া, ভিন্ন ধরণের পরিবেশে তৃতীয়বারের মতো বাজেট উত্থাপিত হচ্ছে। মাসব্যাপি এই বাজেট নিয়ে আলোচনা হবে। সংসদের ভিতরে এবং বাইরে আলোচনা করে সেগুলো চূড়ান্ত করার চেষ্টা করবেন। আজকে বাজেট নিয়ে আলোচনা করতে আমাদের সাথে আছেন বাংলাদেশ চেম্বার অব ইন্ডাস্ট্রিজ-এর সাবেক সভাপতি ও এফবিসিসিআই-এর সাবেক পরিচালক শাহেদুল ইসলাম হেলাল এবং ঢাকার বাসা থেকে যুক্ত হচ্ছেন জাতীয় রাজস্ব বোর্ড (এনবিআর)-এর সাবেক চেয়ারম্যান ড. মুহাম্মদ আব্দুল মজিদ। স্বাগতম আপনাদের দুইজনকে। একধরণের ভিন্ন রকমের আমেজে বাজেটটি উত্থাপিত হচ্ছে। কি ধরণের বাজেট হতে যাচ্ছে ড. মুহাম্মদ আব্দুল মজিদ আপনি শুরু করেন।

ড. মুহাম্মদ আব্দুল মজিদঃ এবারের আসন্ন বাজেটে অবশ্য একটি মহামারী কালের মোকাবেলায় বাজেট। গত জুনে যখন বাজেট উপস্থাপিত করা হয়েছিল মাত্র তিন মাসে মনে করা হয়েছিল করোনা হয়তো বেশি দিন থাকবেনা যে কারণে বাজেট বিভাজন ব্যবহার অনেকটা মোটামুটি একটি নরমাল জিনিসে রাখা হয়েছিল। যেটি গতানুগতিক বাজেট বা স্বাভাবিক বাজেট ছিল। পরবর্তীতে দেখা গেল করোনা যায় নাই। সবচেয়ে বড় কথা করোনার কারণে আজ অর্থনীতি বিপর্যস্ত। এবং মানুষের মন এবং অন্যান্য অনেক বিষয় পাওয়া যায় সেগুলোর মধ্যে ধ্বস নেমেছে। বিশেষ করে

সাম্প্রতিক কালের ভারতের যে অবস্থা বিরাজ করছে এই সবগুলো নিয়ে কিন্তু এবারের বাজেটে ধাবিত হতে যাচ্ছে। এটি গতানুগতিক বাজেট হলে হবে না। সম্প্রসারিত বাজেট হতে হবে। সরকারের পক্ষ থেকে বিনিয়োগে যেতে হবে এবং এই কারণে বেসরকারি খাতে বিনিয়োগ নেই। এবং খাত ভিত্তিক বিভাজন এর জন্য শিক্ষা, স্বাস্থ্য ও সামাজিক সুরক্ষা, নিরাপত্তা এবং এবং বেশ কিছু বিষয় আসলে সর্বাঙ্গে আনতে হবে। আমরা জাতীয় বাজেট ভাবছি কিন্তু এই বাজেটে বিশেষ করে আঞ্চলিক যে বিষয় গুলো রয়েছে সেগুলো হচ্ছে সঠিকভাবে গুরুত্ব সহকারে দেখতে হবে। যেমন ঢাকার অবস্থা ভয়াবহ দেখে আমরা সারাদেশে লকডাউন দিলাম এবং শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান বন্ধ করলাম এগুলো আসলে ভাল কিছু আমাদের জন্য বয়ে নিয়ে আসবে না সুতরাং ব্যবসা-বাণিজ্য যেখানে যে অবস্থায় আছে সেগুলো চালিয়ে যেতে হবে। যে সকল এলাকায় করোনা নাই সে সকল এলাকায় এমন পরিস্থিতি রাখতে হবে যেন অন্নদাতা বিপদে পড়লে তারা যেন সাহায্য করতে পারে। বন্যার সময় যখন কোন কোন এলাকায় বীজ তলা তৈরি করা যাচ্ছিল না। সেই সকল এলাকায় ধানের জন্য আমরা অন্য এলাকায় বীজতলা তৈরি করা হতো এবং তা অন্য এলাকায় সরবরাহ করা হতো এটা কিন্তু একটা সামষ্টিকভাবে কাজ করতে হবে যে কি আমরা ভারতীয় দেখছি যে ভারতে কোন কোন এলাকায় খুব খারাপ অবস্থা হয় তবে অন্য এলাকায় ভালো অবস্থান। আমাদের দেশের সীমান্তবর্তী এলাকায় আছেন সেগুলোতে নজরদারি জোরদার করতে হবে। ডিসেন্ট্রালিজেশন বিষয়টা আসতে হবে যে আমরা ঢাকায় বসে সারা দেশের ব্যবসা-বাণিজ্য ঢাকায় বসে সারাদেশে স্কুল-কলেজ এগুলো দেখবো না। এবং গত অর্থবছরে যেসকল খাতে আসলে বরাদ্দ দেওয়া হয়েছে সেগুলো দেখা যাচ্ছে ব্যয় করা হয়নি। সুতরাং, তাই ওখান থেকে অভিজ্ঞতা কাজে লাগাতে হবে যে আমি যে স্টিমুলাস প্যাকেজ টা দিলাম কিন্তু যাদের দেওয়ার দরকার ছিল তারা আসলেই সুযোগ পায়নি। সেটা বিবেচনা করে দেখতে হবে। যেমন স্বাস্থ্য খাতে উন্নয়নের জন্য কিছু লোক বল হয়তো নিয়োগ করা হয়েছে কিন্তু অর্থ ব্যবহার করা যায়নি সেগুলো নিয়ে নানান রকম কথাবার্তা হয়েছে এবং স্বল্পমূল্যে খাদ্য দেয়ার যে কর্মসূচি ছিল সেগুলো এবং সকল খুঁজে একটা নগদ সহায়তা দেওয়ার কথা ছিল সেগুলো তাদের কাছে ডাটাবেইজে নানা তথ্যের অমিল রয়েছে। এবারের বাজেট যেটি হবে সেটি সংখ্যা বা অর্থে বড় না হয়ে বরং কিছু কিভাবে এই অর্থ যথাস্থানে পৌঁছানো হবে সেটির দিকে লক্ষ্য রাখা। কিভাবে খাদ্য যথাস্থানে পৌঁছানো হবে স্বাস্থ্যব্যবস্থা কিভাবে গড়ে তোলা হবে এবং সেখানে দেখভালের একটা মেকানিজম এবং মনিটরিংয়ের মেকানিজম এটার সাথে সাথে থাকতে হবে। শুধু বরাদ্দ দিলেই সব উদ্ধার হয়ে যাবে একথা মনে করা যাবে না কারন এটি আসলে আপাতকালীন সবথেকে গুরুত্বপূর্ণ সময়ে বাজেট হবে। যেমন রাজস্ব আহরণে তো বোঝাই যাচ্ছে যে কম হবে কিন্ত বিকল্প কি কি করা যেতে পারে

সে সম্পর্কে নির্দেশনা এবং অনুশাসন এই বিষয়গুলো থাকতে হবে এগুলো না থাকলে বরংচ এই বাজেটে আসলে সুবিধাজনক বাজেট হবে না।

জিল্লুর রাহমানঃ আসছি আবার আপনার কাছে ড.মজিদ। বলুন, মি.শাহেদুল ইসলাম হেলাল।

শাহেদুল ইসলাম হেলালঃ স্যার মজিদ তো অনেক বড় বড় করে বললেন। আমি ছোট আকারে বলতে চাই যে এটা এমন একটা সময়ের বাজেট যখন আমাদের হাইয়েস্ট প্রটেকশন এবং হাইয়েস্ট হেলথ দরকার ব্যবসায়ীদের জন্য টিকে থাকার জন্য এবং আগের অবস্থায় ফেরত যাবার জন্য। আমরা দেখেছি ব্যবসায়ীরা যে, ব্যবসায়ীদের সাথে আগে দেনদরবার বা বাজেটের আগে অনেক ধরনের মিটিং হত। কিন্তু ব্যবসায়ীদের সাথে সেই বিষয়গুলো করোনার কারণে স্লো হয়ে গেছে। আমাদের যে খাদ ভিত্তিক রিকোয়ারমেন্ট সেগুলো আমরা কিন্তু প্লেস করতে পারেনি। আমরা ধারণা করছি যে, আগের বাজেটে যে সকল জিনিস ছিল সেগুলো আসলে কমানো হবে না। প্রোডাকশন, সাবসিডি ত্বরান্বিত করতে হবে। সাবসিডিয়ারি ছয় মাস পরে পাই বা হঠাৎ করে পরিবার পায়। আবার সেটি কখন পাব সেটাও আমরা জানি না। তো সেই জায়গায় সরকার আমাদের হেল্প করতে চায় সেটা যেন আমাদের কাছে পৌঁছায় এটি খুব গুরুত্বপূর্ণ। আমরা যদি বলি যে, এসএমই খাতে সাহায্য সহযোগিতা পায়নি। ব্যাংক ব্যবসায়ীরা পায়নি এবং অনেক বড় ব্যবসায়ীরা পাইনি। ঐসকল হিসেবে কাগজে-কলমে রয়ে গেছে যেগুলো আমাদের আসলে খুব দরকার। আরেকটা বিষয় হচ্ছে ইন্ডাস্ট্রি প্রটেকশন। আমরা যদি দেখি আশির শতকের ধরি তাহলে আমরা দেখতে পাবো যে সরকারি অফিসে বাংলাদেশের পণ্য যেগুলো তৈরি হয় সেটা আমদানি করে আসলে ব্যবহার করা যেত না। সুতরাং জুট দিয়ে তৈরি যে সকল জিনিস তৈরি করা হতো সেগুলো সরকারি অফিস গুলো বাধ্য হয়ে আসলে কিনতো। দেশীয় পণ্য কে জাগ্রত করা এখন খুব ভালো একটা সময়। আমি একমাস আমেরিকায় থেকেছি। আমি কিন্তু দেখেছি যে, তারা দেশের টাকা দেশেই রাখছে বাইরে খরচ করছেন না। এখন করোনার কারণে বাইরে কোন কিছু কেনার সুযোগ নেই যেহেতু। যেরকম আগের থেকে কিন্তু এখন দেশীয় পণ্যের চাহিদা অনেক বেড়েছে এবং এগুলো দিয়ে কিন্তু আমরা কুলিয়ে উঠতে পারছিনা। কিছু জায়গায় বিক্রির অনেক চান্স আছে যেমন দেশীয় লোকদের আমরা বলে বা প্রোগ্রাম করে বলতে হবে যে দেশে আমরা চাই তাই কিন্তু দেওয়া সম্ভব। ভাই আমরা বারবার বলছি যে জনগণ যেন ব্যবসায়ীদের সাহায্য করে। জনগণ যেন দেশীও পণ্য কেনার প্রতি আগ্রহী হয়। আমাদের এখন প্রটেকশন দরকার এবং সাহায্য দরকার এবং এই বাজেটে যেন এটাই করা হয়।

জিল্লুর রাহমানঃ আপনি ট্যাক্সেশন সম্পর্কে যদি কিছু বলেন।

শাহেদুল ইসলাম হেলালঃ ট্যাক্সেশন এ বিষয়টি এটা যেন মওকুফ করা হয়। কম করা হয়। টেক্সট কিন্তু আমাদের জন্য বিরাট একটা বোঝা হয়ে দাঁড়াবে। এই বছর না নিয়ে সেটা এই বছর পরে নেয়ার ব্যবস্থা করা হোক। সরকার জানে খাটের উপর কাজ করতে পারেননি আমি যেরকম মাদক এবংমানসিক রোগের ব্যবসায় আছে এইরকম ২০০,৩০০ অরগানাইজেশন রয়েছে যারা সামাজিক ব্যবসা করেন। তাদের বেলায় যেন টেক্সটা মওকুফ করে দিতে পারে সরকার। ছোট ছোট বিষয়গুলোর উপর হয়তবা মনোযোগ দেয়ার সুযোগ এসেছে।

জিল্লুর রাহমানঃ ড. মুহাম্মদ আব্দুল মজিদ আসবো আপনার কাছে।

ড. মুহাম্মদ আব্দুল মজিদঃ আমাদের অর্থনীতিকে সচল করতে হলে ক্রেতা এবং বিক্রেতা আমাদের দুইজনকেই এবং ব্যবসায়ীদের টিকে থাকতে হবে। কখনও এডভান্স ইনকাম ট্যাক্স রিটার্ন স্বাভাবিকভাবেই করে থাকি। এই সকল দৃষ্টিভঙ্গি থেকে একটু সরে আসতে হবে কারণ ব্যবসায়ীরা যেন ঠিকমতো এই অচল সময়ে তাদের যেন সচল হতে না পারেন সেজন্য লক্ষ্য রাখতে হবে এবং এট দা সেম টাইম ব্যবসায়ীদের পক্ষ থেকে এবং অর্থনীতির একটা দাবি থাকবো যে, আপনার যারা ভ্যাটের টাকা দিচ্ছেন কিন্তু সেটা সরকারি কোষাগারে আসছে না সেক্ষেত্রে ব্যবসায়ীদের এগিয়ে আসতে হবে। ভ্যাট দেওয়ার ব্যাপারে একে অপরকে সহযোগিতা করে এগিয়ে আসতে হবে। আমরা ভাবি যে, এনবিআরের কাজ হচ্ছে শুধু কর বিষয়গুলো ঠিক রাখা। কিন্তু একটা জিনিস দেখেন যে, এই অর্থনীতিতা আসলে সবার। এনবিআর শুধু এই জিনিসটা সার্কুলেট করে, আহরণ করে ইত্যাদি। এখন একটা জিনিস দেখি যে, এই অর্থনীতিকে আমরা যদি ঠিকমত না রাখি, জবাবদিহির একটা প্রক্রিয়া না রাখি, অর্থনীতিতে দুর্নীতি রাখি তাহলে আসলে তো আমার কোন উপকারে আসবে না। সেহেতু উভয়পক্ষের আসলে বিষয়টা খেয়াল রাখতে হবে। আমাদের জাতীয় সংসদে 60 শতাংশ ব্যবসায়ীর সুতরাং এই জায়গায় আসলে একটা নীতিমালার ভিতরে একটা দৃষ্টিভঙ্গির ব্যাপারে একটা সহযোগী ভূমিকা আসতে হবে। একই সাথে আমরা দেখছি যে বাজেট তৈরি করা হয় কিন্তু সেটা বাস্তবায়ন করা হয়না। মিনিস্ট্রি মধ্যে কাজের সমন্বয়ের অভাব রয়েছে। বর্তমানে বাজেটের যে সিস্টেম টা সেটা হচ্ছে তেশরা জুন বাজেট উত্থাপিত করা হবে এবং পরের সপ্তাহে সংশোধিত বাজেট পাস হয়ে যাবে অর্থাৎ কোন জায়গায় জবাবদিহিতার জায়গা নাই কেন আমি বেশি বরাদ্দ দিলাম কেন আমি এই জায়গায়

বেশি খরচ করলাম ইত্যাদি। অতি যদি আমরা দেখি তাহলে আমরা দেখব যে অরিজিনাল বাজেট আসলে খুব একটা ফাইনাল একটা যে বাজেট ঘোষণা করা হয় সেটাই থাকে।

জিল্লুর রহমানঃ কারণ অধিকাংশ সংসদ সদস্য আসলে বাজেট নিয়ে আলোচনা করেন না। তাদের বক্তৃতায় তারা অন্যান্য বিষয় নিয়ে কথাবার্তা বলেন বেশি।

ড. মুহাম্মদ আব্দুল মজিদঃ এইবার যদি এই বাজেটকে অর্থবহ করতে হয় এবার যদি বাজেটকে জীবন-জীবিকার বাজেট করতে হয় তবে একটা জায়গা অবশ্যই পরিবর্তন লাগবে সেটি হচ্ছে বাজেটটা যেহেতু একটি অর্থ আইন তিন তারিখে বাজেট আসলে উত্থাপিত হওয়ার পরেই বাজেটটা স্ব স্ব মন্ত্রণালয়ের যাওয়া উচিত। তাদের ডেকে বলা উচিত যে আপনাকে এই বাজেট দাওয়া হয়েছে আপনি কি এই বাজেটটা বাস্তবায়িত করতে পারবেন কিনা তারপর ওখান থেকে আলোচনা করে বিষয়গুলো তারা আসলে সংসদে নিয়ে যাবেন। এবং এইবার শুধুমাত্র কিছু দাবি বক্তৃতায় মেনে নিলাম সেটা না। আমি মনে করি প্রত্যেকটা মন্ত্রনালয় বরাদ্দ মধ্যে একটা কাটছাঁট করা ব্যবস্থা থাকতে হবে। দেখা যাচ্ছিল অনেক মন্ত্রণালয় টাকা বরাদ্দ দেয়া হয়েছে কিন্তু সেই টাকা তার খরচ করতে পারেননি কিন্তু আরো কোন কোন জায়গা ছিল সেখানে টাকা বরাদ্দ দিলে খুব ভালো হতো যেমন সুরক্ষা খাতে বিষয়টা। যেমন তখন মনে করা হয়েছিল যে কারনে তো মনে থাকবে না এখন দেখা যাচ্ছে করোনার পরিস্থিতি তা দিন দিন আরও ভয়াবহ হচ্ছে। সুতরাং এই খাতে টিকার জন্য বেশি টাকা রাখতে হবে। আবার এমন যেন না হয় টিকার জন্য আমরা টাকা রেখে দিলাম এবং অন্যান্য খাতে টাকা থাকলই না সেটা করা যাবেনা। এই বিষয়গুলোর জন্য আমাদের সংসদীয় যদি একটি শক্তিশালী কমিটি থাকে। চার্জ এবং শস্য মন্ত্রণালয়ের পাঠানোর পর কোন খাতে বরাদ্দ তাদের বেশি বা কম থাকা প্রয়োজন সেটি যদি প্রস্তাব করেন এবং তারপরে যদি বাজেট পাস হয় তাহলে অবশ্যই এটি একটি ভাল বাজেট হবে।

জিল্লুর রহমানঃ ডক্টর মোদির আপনি যদি একটু বলেন যে জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের উন্নয়নে আপনি একসময় চেয়ারম্যান হিসেবে দায়িত্ব পালন করেছেন। আমরা বলতে পারি যে, আমাদের বাজেটের আকার বাড়ছে কিন্তু রাজস্ব হরণের পরিমান নিম্নগামী তার জন্য আমরা বলতে পারি, দিরেক্ট টেক্স কমিয়ে ফেলার কথা অনেকে বলছেন বা অনেকে তুলে দেয়ার কথা বলছেন। আবার অনেকে রপ্তানিমূল্য শিল্পের ক্ষেত্রে সেটি যেন না থাকে সেই কথা কেউ বলছেন এবং ট্যাক্সের হারটা না বাড়িয়ে ট্যাক্সের নেটটা বাড়ানোর কথা অনেকেই বলছেন। আপনি কি এ বিষয়ে কোন মন্তব্য করবেন?

ড. মুহাম্মদ আব্দুল মজিদঃ জি অবশ্যই। গত চার-পাঁচ বছর আমরা যদি দেখে তাহলে বলা হচ্ছে যে, এনবিআর ভালো করছে আসলে আমরা যদি গত দুই বছর দেখি তাহলে আমরা দেখব যে এনবিআরের একটা রেভিনিউ আর্নিং-এর ভালো অগ্রগতি হয়েছে। যেহেতু তাকে একটা বড় ধরনের টার্গেট দেয়া হয় সে টার্গেট আসলে ফুলফিল করতে তারা পাচ্ছে না। নিয়মটা হচ্ছে, এনবিআর গতবছর যা করেছে পাশে করতে পারবে এবং সে নতুন কর্মসূচি নিয়েছে একটা স্টেটমেন্ট দিবে যে আমি আগামী বছর এটা পারব। এটাই কিন্তু সনাতন নিয়ম যে তাহলে সে তার এবং তার কাছ থেকে একটা ব্যাখ্যাও নেয়া যায় কে কেন আপনি পারলেন না, বাকি কারণে আপনি পারলেন এটা একটা দায়বদ্ধতা ব্যাপার আসে। এই যে একটা দায়বদ্ধতার ব্যাপার আছে কিন্তু গত চার-পাঁচ বছর যেটা দেখা যাচ্ছে আগে প্রথমে আমরা ব্রাড একটা বাজেট ডিস্ট্রিবিউট করি এই বিরাট শব্দটা কোড আনকোড করছি কারণ আমার বাজেট বড় হবেই। বাজেট বড় হতে হবে আমাদের সরকারি বিনিয়োগ বেশি লাগবে ইত্যাদি। কিন্তু সেই বড় বাজারটা সেখান থেকে একটা সিম্পল ম্যাথ করে এসে বলে দেওয়া হলো যে ৩ লক্ষ্য ৩০ হাজার কোটি টাকা যোগ দিছে। এর জন্য কিন্তু এনবিআর প্রস্তুতি নেই। এনবিআর এর অতীতের অভিজ্ঞতা নেই। ফলে হচ্ছে কি ওইটা আসার ফলে দুইটা জিনিস হচ্ছে, একটা জিনিস হচ্ছে এনবিআর তখন একটা মানুষিক চাপে পড়ে ফলে যারা কর দিচ্ছে রেগুলার দিচ্ছেন তাদের ওপর যেয়ে তারা চাপ সৃষ্টি করে। এটা তো দরকার না। বরং সে দেখবে যে কিভাবে আমি এটাতে করতে পারি? এইজন্যে এইযে সবাই দাবী তুলছেন পরে হার কমিয়ে দেন এটা, এটা কিন্তু তুলছেন তাদের দৃষ্টিতে। কিন্তু এনবিআরকে সেটা রেসপন্ড করার সেই শর্ত অনুযায়ী পথগুলো কিন্তু আর বলা হচ্ছে না। যেমন করে দেওয়া হচ্ছে না যারা দিচ্ছেন না কমিটিগুলো যদি এটা নিশ্চিত করতে পারেন, যে না পর কেন দিচ্ছে না। পরশুদিন ভ্যাটের যে একটা জরিপের রিপোর্ট বেরিয়েছে সেটা তো দেখা যাচ্ছে যে বহু ক্ষুদ্র দোকানদার বা বহু ব্যবসায়ীরা এবং এটা আসলে আমরা সবাই জানি যে ভ্যাট সবার কাছ থেকে নেওয়া হচ্ছে কিন্তু সে ভ্যাট সরকারি খাতে যাচ্ছে না। কি ব্যাপার কেউ ওই মেশিন পান নাই কেউ পাচ্ছেন। মেশিন না পাওয়ার সাথে ভ্যাট না জমা দেওয়ার লিংক আপ করা যাবে না। করাটা যুক্তিযুক্ত না। তো সেজন্য রেভিনিউ ট্যাক্সের হার কমাতে হবে এগুলো দেখে সুরক্ষা দিতে হবে এটা ঠিক। এটা অস্বীকার করার নেই এটাকে তাকে সুরক্ষা দিতে হবে। কিন্তু আমি দিতে গেলে কর যেটুকু পেতাম সেটা পাব না। সুতরাং আমি যাতে বেশি পেতে পারি সকলে যাতে আসতে পারে এইভাবে একবারে হঠাৎ করে এই বছর হবে না। কিন্তু আমরা সবাই যদি এই চেষ্টায় থাকি। যে হ্যাঁ আমরা এই করের হার বাড়াবো না বাড়িয়ে আমরা সম্প্রসারণ করবো

সকলকে আনবো এই আনার জন্য শুধু একা দায়িত্ব হলে হবে না। এটা হচ্ছে সরকারের সকল সহযোগী প্রতিষ্ঠানেরও এবং একই সাথে হচ্ছে ব্যবসায়ীদের। তাদের নাগরিকদের। কারণ তাকেও স্বতঃস্ফূর্তভাবে এগিয়ে আসতে হবে এইজন্যে যে না কর যেমন আমি ব্যবসায়ীদের বলি তারা যারা রেগুলার দিচ্ছেন তারা যদি দেখেন যে অন্যরা দেন না, ফলে উনাদের ওই না দেয়ার চাপটা কিন্তু উনাদের উপর এসে পড়বে। এই বিষয়গুলো থেকে আত্ম উপলব্ধি তে আসতে হবে। যে আমার যদি কেউ কেউ না দেয় তাহলে ওই চাপটা আমার উপর এসে পড়ছে। সুতরাং আমাদের সবাই যাতে দেয় এই দেয়ার ব্যাপারে এটা করতে হবে।

জিল্লুর রহমানঃ মিস্টার সাইদুল ইসলাম বলেন।

শাহেদুল ইসলাম হেলালঃ আসল জায়গায় এটা তো সত্যি যে ভ্যাট এবং সরকারের রাজস্ব আয় কম্পারেটিভলি তো এভেরি ইয়ার বাড়ছে। এটাতো ঠিক। যা স্যার বললেন যে এই বাজে টাকা আসে নাই আমাদের তো বড় ব্যবসায়ী যারা ট্যাগ্স নেটওয়ার্ক নেটে আছি আমরা কিন্তু টেক্সকে ভয় পায় সবাই। ট্যাক্স ডিপারমেন্টকে ভয় পাই। তো এই ভিতিটা এই সম্পর্কটা, ভয় পাবো একটা কারণ আছে ধরুন এই বছর একটা কারণে ট্যাক্স দেই নাই। নেক্সট ইয়ার যদি আমি কোম্পানি লসও করে দেউলিয়া যদি হয়ে যায় আমার কিন্তু দুই টাকা এক টাকার বেশি প্রফিট দেখাতে হবে। কিছু সাইকোলজিকাল জিনিস আছে ওগুলো বলবো বলি, এবছর আমি প্রফিট করছি আগামী বছর আমার প্রফিট তার থেকে বেশি হবে। লস যদি হয় ট্যাক্স রিফান্ড ট্যাক্স রেট যেগুলো বেশি আছে ওয়েস্টার্ন ওয়ার্ল্ডে, গভমেন্ট ভর্তুকি দিচ্ছে বা রিবিট দিচ্ছে। এখানে কিন্তু এটা নাই। আপনি কি একটা একবার ঢুকেছেন তো আস্তে আস্তে বাড়তে হবে। আর কিছু জায়গায় আমি মনে করি যে ট্যাক্সে আরো অনেক সব খাওয়া দরকার। দেন রেজিস্ট্রেশন। ব্যবসার রেজিস্ট্রেশন ভূমি রেজিস্ট্রেশন ওটা প্রায়ই খরচার জন্য ১৫% পড়ে যায়। টোটাল কষ্টে অ্যান্ড সি ইউ বিলিভ হিউজ এমাউন্ট। এটাকে কমিয়ে আরো অনেক যে কারণে যেহেতু ল্যান্ডের দামটাও ঠিক দেখানো হচ্ছে। এটা কমালে কিন্তু ল্যান্ডের দাম ঠিক দেখিয়ে ওটা অ্যাসেট হিসেবে দেখানো তা অনেক ইজি। যখন আমি যেমন ল্যান্ডে একটা মর্গেজ দেই ব্যাংক কিন্তু দুই রকম হিসাব করে একটা হল যে মার্কেট ভ্যালু আরেকটা হল ডিস্ট্রেস ভ্যালু। তার উপরে আরেকটা ভালো আছে ভ্যালু। তো তিন রকম ভালো হয়ে যাচ্ছে আমার মনে হয় ভ্যালু গুলো স্ট্রিমলাইন হতো আমাদের এসব ট্যাক্স কম হতো। আর আমাদের এই সব করতে হবে যে ইম্প্রভ র ম্যাটারিয়ালের জন্য। আমারও হয়তো ট্যাক্স লেভেলটা কমানোর আছে। তারপর পারসনাল ট্যাক্স এ কমানোর প্রয়োজন আছে। সো আর ছোট খাটো কিছু জিনিস দেখতে হবে যে ইন্টারন্যাশনাল এখন যারা রপ্তানি করে আমদানি

করে কনটিনার ভাড়া তেলের জন্য ডাবলের বেশি হয়ে গেছে। কোথাও কনটিনার পাওয়াও যাচ্ছে না। এগুলোতে গভমেন্ট হেল্প করতে হবে। এটাও চিন্তা করতে হবে যেহেতু ১ হাজার ডলারে ভাড়া ৩ হাজার হয়ে গেছে গভমেন্ট এখানে কিভাবে আমাদেরকে হেল্প করতে পারেন। এটাতো এক্সপোর্টের বাধা হিসেবে আসছে। এরকম টুকিটাকি কিন্তু অনেক জায়গা আছে যেখানে গভমেন্ট স্পেসিপিক্যালি চেষ্টা করতে পারে ট্যুরিজম ইন্ডাস্ট্রিজে। আমি প্লাস্টিকের কথা বলি যে প্লাস্টিকের তো সব জিনিসই বাংলাদেশে তৈরি হয়েছে। আমাদের এমন একটা সিস্টেম করা উচিত যে না আমদানিটাকে ডিসকারেজ করা যায়। যেটা সাপ্লিমেন্ট্রি ট্যাক্স দিয়ে হয়তো আপনি পারবেন না। বাট ডেরিফ কমিশন কেফ বলে এটা। ডেরিফ কমিশনের কিন্তু আরো অনেক এগ্রেসিভ হতে হবে। এটা অবশ্যই বাজেটের না। কোম্পানির ল আমাদের যে ম্যাক্সিমাম ফ্যাক্টরি ইন্ডাস্ট্রিতে থাকতে দেখতাম যে ফিল করতো ডেথ কালেকশনে। তো আমি আপনাকে কিছু মাল দিলাম আপনি আমাকে পয়সা দিলেন না। আমার তখন কিন্তু কোনো উপায় নাই। হয় আমার আপনাকে গুলি ধরতে হবে। ওর ভুলে যেতে হবে। আইন আমাকে প্রোটেক্ট করে না কারণ আমার কন্টাক্ট ল ইজ নট স্ট্রং এনাফ। এই জিনিস গুলোই অনেক ইন্ডাস্ট্রি কিন্তু মাল বাকিতে পড়ে। আট দিয়ে পায় না। তো এই সাফারিং থেকে বাঁচার জন্য বাজেটে কি করতে পারবে আমি জানি না, এই গুলোর দিকে আমাদের নজর দেয়া দরকার ইন্ডাস্ট্রিয়াল প্রটেকশন এর জন্য।

জিল্লুর রহমানঃ ড. মোহাম্মদ আব্দুল মজিদ

ড. মোহাম্মদ আব্দুল মজিদঃ যেমনটা বলছিলেন যে এটা বড় ইস্যু যেটা রিপ্লেস করা দরকার এবং সেইসঙ্গে ইজ অব ডুইন বিজনেস বা কস্ট অফ উইন বিজনেস সে জায়গাটা বাংলাদেশের চিত্রে খুব ভালো হয়। এটা সত্যি কথা যে অর্থনীতি এই করোনার সময় ঠিক মতো না চললে রেভিনিউ আসবেনা। এখন সেটা সবাই মনে করছে যে এই দায় পুরাটাই আসলে কর ব্যবস্থাপনার। ইজব ডুইং বিজনেস এর একটা কারণ হয়তো করের হার কম অথবা কর পরিশোধের যে জটিলতা সেটা সহজ করা। কিন্তু এটাই একমাত্র কারণ না কিন্তু সকলকে একই সাথে এগিয়ে আসতে হবে। অনলাইন হলে হয়তবা জিনিসটা আরও সহজ হয়ে আসবে কিন্তু সেটা করতে এনবিআর কিছুটা সময় নিচ্ছে। বিষয়টা করতে পারলে হয়তো বা সহজ হবে কিন্তু এট দা সেম টাইম মেশিন ইজ ভেরি ইম্পরট্যান্ট। আপনিতো এস এ খতিয়ানে নাম উঠেছিলেন কিন্তু এখন তো আবার নতুন করে আর এস খতিয়ান এর আপনার নাম উঠাতে হবে। অর্থাৎ এই বিষয়গুলো একটা জটিলতা সৃষ্টি করা পথঘাট কিন্তু তৈরি হয়ে যাচ্ছে। সুতরাং এখানে একটা পলিটিকাল কমিটমেন্ট থাকতে হবে। দুর্নীতির আইন আপনি যতই সহজীকরণ করেন তার ভেতর

থেকেও কিন্তু সে কিছু না কিছু ফাঁকফোকর বের করবেই। তাই ওই জায়গাগুলোতে খুব স্ট্রিক্ট থাকতে হবে আমি মনে করি এক নম্বর আসামি হচ্ছে দুর্নীতি। এখানে সরকারকে আসলে সংস্কার এবং সহজীকরণ হয়ে আসতে হবে যে যার যে কাজ সে যেন সেটা ঠিকমতো করে। আমরা যে শিল্প বিপ্লবের দিকে এগিয়ে যাচ্ছি সেখানে কিন্তু মেইন যুদ্ধটাই হবেন এবং মেশিনের মধ্যে। এখন মেশিন যে চালাবে সেই যদি দুষ্ট বুদ্ধি সম্পন্ন হয় তাহলে সেই মেশিন আর কতক্ষণ ঠিকমতো কাজ সম্পাদন করতে পারবে। সেই কারণেই সংস্কারের যে চেষ্টা সেটাকেই আসলে বলবান করতে হবে তাহলেই এনবিআর বা আইন-শৃঙ্খলা বাহিনী তাদের দায়িত্ব যদি যথাযথভাবে পালন করেন তাহলে এই পরিস্থিতির উন্নতি হবে কিন্তু শুধু একটা ডিপার্টমেন্টকে আধুনিকীকরণ অথবা সহজীকরণ মাধ্যমেই পরিস্থিতির উন্নয়ন সম্ভব নয়। এটা করতে হবে সার্বিক উন্নয়ন। তাই নীতি নৈতিকতা ও সুশাসন স্বচ্ছ করণ সহজীকরণ এই বিষয়গুলো একই সাথে জড়িত তাই বিষয়গুলোকে একসাথে সঙ্গবদ্ধ হয়ে কাজ করতে হবে। আপনার স্বার্থেই আপনার সুশাসন করতে হবে। সুশাসনের জন্য একটা স্বচ্ছ কমিটমেন্ট লাগবে যার কারণে স্বচ্ছতার সাথে জবাবদিহিতার সাথে ব্যয় সাশ্রয়ী হবে। ৫ পার্সেন্ট অ্যাডভান্স ভ্যাট যে রাখা হয় এর কারণ হচ্ছে যে আপনি আমার কাছ থেকে ধরেন মান নিলেন কিন্তু এরপর আপনার কোন খোজ খবর নাই। আপনি পরে আর আমাকে ট্যাক্স দিতে আসলেন না সেজন্যই এইনিয়মটি নগদে যা পাই সেটাই আমি ওইখান থেকে কেটে নিলাম। আমি যদি 5 পার্সেন্ট ব্যাট আপনাকে দিয়েই আসি তাহলে পরে আমি ব্যবসা করবো কিভাবে এই ধরনের বিষয় কিন্তু পরবর্তীতে আর দেখা হয়না যেহেতু আপনি ফাঁকি দিতে পারেন তাই এর জন্য অ্যাডভান্স ট্যাক্স রাখার ব্যবস্থা করা হয়েছে।

জিল্লুর রহমানঃ আরেকটা বিষয় রয়েছে সেটি হচ্ছে একই পণ্যের জন্য নানান জায়গায় নানান ধাপে ট্যাক্স দিতে হয়। এটিও তোএকটা জটিলতা এই বিষয়ে যদি বলেন।

ড. মোহাম্মদ আব্দুল মজিদঃ এটিতো আমি বলছি যে দেশের আইন কারণ কঠিন হয় আসলে ব্যবহারকারীর আচরণের জন্য। এই যে আইন যে আমরা কঠিন করি কিন্তু দেখা যায় যে যাকে লক্ষ্য করে আইন করা হচ্ছে তারাই বাদ পড়ে যায়। যার প্রতিফলন সাধারণের মধ্যে গিয়ে পড়ে। আমাদের সংবিধানের গত ৫০ বছরে ১৮ বার সংশোধন করতে হয়েছে। সংশোধন আমরা কেন করেছি গান প্রতিবারই আমরা এই সংশোধনের মাধ্যমে একটা ফাঁকফোকর খোঁজার চেষ্টা করেছি। তাই আমরা বলছি যে আমরা আইনানুগ থাকবো এবং আইনের পথে চলবো তাহলেই আমরা আসলে সব ধাপগুলো ভালো ভাবে পার করতে পারব। বাইরের দেশের

দেখা যাচ্ছে যে কোন এডভান্স কর নেওয়ার পর বছর শেষে তা বেশি হলে তা আর ফেরত দেয়া হচ্ছে কিন্তু আমাদের দেশে দেখা যায় যে কর আপনার কাছ থেকে একবার নিতে পারলে সেটা ফেরত দেওয়ার কোন ব্যবস্থা নাই। এখানটা ভয় কাজ করে যে বিরাট একটা টার্গেট দেওয়া হয় এনবিআরকে এবং এনবিআর মনে করে যে এত বড়টা আমি কিভাবে ফুলফিল করব। তাই এনবিআর না পেরে পাঁচজন আছে সেই পাঁচজনের উপরে চাপিয়ে দেয়। এই যে করদাতা হতে ভয় পায় কারণ তারা জানে যে আমি যদি একবার করদাতা হই তাহলে আমার কাছ থেকেই বারবার কর নেয়া হবে। কিন্তু যারা ঘুরে বেড়াচ্ছে তাদের বেলায় রাষ্ট্র আর কিছু বলছে না। সাম্প্রতিককালে কালো টাকা সাদা করার যে ইনিশিয়েটিভ টা এটা কিন্তু আর কিছু না কিন্তু উৎসাহিত করা হচ্ছে করদাতাকে করদাতা হতে কেননা তারা কর্দা তাহলে তাদেরকে ২৫% ৩০% কর দিতে হবে আর না দিতে পারি তাহলে আমাকে কখনো সুযোগ দেয়া হবে না এটা কিন্তু বড় একটা নৈতিকতার প্রশ্ন।

জিল্লুর রহমানঃ মি. শাহেদুল ইসলাম হেলাল

শাহেদুল ইসলাম হেলালঃ অ্যাডভান্স ট্যাক্স একথা আসছে যে অ্যাডভান্স ট্যাক্স তো রিফান্ডেবল। কিন্তু সরকারি কোষাগারে একবার টাকা গেলে ব্যবসায়ীরা টাকা ফেরত পায় না। যে টাকাটা নেয় সে আবার ভাবে সেটা মালিক সে নিজেই তাই টাকা যে ফেরত পাবে সেটার আর কোন নাম নেই। আরেকটা বিষয় জমি প্রসঙ্গ এসেছে উন্নত দেশে আপনি যদি একটা জমি কিনেন তাহলে তা একদিনে রেজিস্ট্রেশন হয় আর টাইটেলস সার্চ করে আরেকটা কোম্পানি। একটা কোম্পানির ঠিক করে দেয় যে ওই জমিটা ঠিক আছে কিনা এবং যে বায়ার টাইটেল ইন্সুরেন্স করে। এখানে ইন্স্যুরেন্সকে ইমপরটেন আমি একটা জমি কিনলাম আমার উকিল দেখে বলল যে সব ঠিক আছে কিন্তু পাঁচ বছর পর দেখা গেল একটা গোলমাল বা একটা ঝামেলা দেখা যাচ্ছে। এটার জন্য আমাদের ইন্স্যুরেন্সের ব্যবস্থাপনা করতে হতে পারে। টাইটেল ইন্সুরেন্স। যদি গোলমাল হয় তাহলে ইন্সুরান্স কম্পানি উইল কভার ইট। এখন আমাদের এখানে দেখা যায় খুব বড় আকারে ব্যবসায়ী না হলে জায়গা কিনে ব্যবসা শুরু করতে তিন চার মাস লেগেই যায়। কাগজপত্র ঠিক করতে বের করতেই জায়গা থেকে আমাদের বের করতে হবে তার জন্য ইনভেস্টমেন্ট ল্যান্ড নিজের করা এক্সট্রিমলি ডিফিকাল্ট। এই করোনার সময় আরেকটা জিনিস আমাদের ফ্যাক্টরির ক্যাপাচিটি বিলদিং যারা ফ্যাক্টরিকে এক্সপানশন এ যেতে চায় ওদেরকে অন্যরকম ভর্তুকি এবং সাহায্য সরকারের দেওয়া দরকার। সে ফর এক্সাম্পল কনস্ট্রাকশন এর জন্য কনস্ট্রাকশনের জনতার থেকে যেন কোনো ফ্যাক্ট না নেয়া হয়। কিছু আইটেমের ব্যাডসেক্স আছে কিন্তু প্রায় সব আইটেমের ভ্যাট, ট্যাক্স মাফ করে দেওয়া উচিত

কারণ মিনিট ইন্ডাস্ট্রিয়াল এক্সপানশন। যেকোনো ইন্ডাস্ট্রি আপনি পাঁচ থেকে দশ বছর পর যদি এক্সপান্ড না করেন আপনি যত ভালো ফ্যাক্টরি হোন আপনি আউট। আপনার স্যালারি, পারিশ্রমিক ইন রিচ করার জন্য আপনার পারিশ্রমিককে বাড়াতে হবে। এবং এক্সপেনশন করতে হবে কিন্তু এক্সপেনশন খরচা যদি আমাদের কমিয়ে দেওয়া হয় এটা কিন্তু বিরাট একটা বোঝার অবসান হবে। আমরা ব্যবসায়ীরা ইনভেসমেন্ট দেখাতে নানানভাবে ভয় পাই। আমি তো মনে করি কাল টাকা অনেক জায়গায় ইনভেস্ট করার সুযোগ দেয়া হচ্ছে কিন্তু আমি মনে করি সেটা ইন্ডাস্ট্রিতে দেওয়া উচিত। ইন্ডাস্ট্রিতে ইনকাম জেনারেট করবে, এম্প্লয়মেন্ট জেনারেট করবে।

জিল্লুর রহমানঃ এই প্যানডেমিক এর সময় কি ধরনের সাফারিং এর মধ্যে যেতে হচ্ছে ব্যবসায়ীদের।

শাহেদুল ইসলাম হেলালঃ একটা হল ওয়ার্কার লেভেলের কথা যদি বলি আমার ফ্যাক্টরিতে চারশত মত লোক কাজ করে। তাদের মধ্যে কারও করো না হয়নি কিন্তু অফিসার লেভেলে হয়েছে যার ফল আমাদের প্রোডাকশন এটি কোন হ্যাম্পার করেনি। ঈদের সময় কিছুটা হ্যাম্পার করলেও আসলে অন্য কখনো কোন কিছুই হ্যাম্পার করেনি। আমরা যেই ব্যবসার কথা বলছি, জুটের ব্যবসার কথা বলছি সেটাতে কিন্তু আমরা প্রচুর অর্ডার পাচ্ছি কিন্তু নতুন লোক পাচ্ছি না। দেশি পণ্যের একটা সুযোগ করে দিল। গত বছর মার্চ, এপ্রিল, মেতে আমি বললাম যে তোমরা একটু স্লো কর আমি মাল দিতে পারব না। এই বছরের শুরুতে তার ডাবল স্পিডে চলছে। ইউরোপ এবং আমেরিকায় ইন্টার্নাল হলিডে অনেক বেড়ে গেছে তার জন্য আমাদের মালগুলো আসলে সেই ইন্টার্নাল হলিডেতে প্রচুর বিক্রি হয়। ফার্মাসিটিক্যাল সেক্টরে যেরকম কিছুটা বেনিফিট হয়েছে আমাদের এসব ক্ষেত্রে বেশ বেনিফিট হয়েছে।

জিল্লুর রহমানঃ ড. মোহাম্মদ আব্দুল মজিদ আপনি অনুষ্ঠানের শুরুতে শিক্ষা এবং স্বাস্থ্যের কথা বলছিলেন। কি ধরনের মনোযোগ দেওয়া হতে পারে বলে আপনি মনে করছেন কারণ স্বাস্থ্যখাতে বিগত বছরে ১০ হাজার কোটি টাকা দেয়া হয়েছিল কিন্তু শেষ পর্যন্ত সেটা খুব একটা কার্যকর হয়নি। এবং তারা ব্যয় করতে পাইনি তো সব মিলিয়ে বিষয়টা যদি একটু ব্যাখ্যা করেন।

মোহাম্মদ আব্দুল মজিদঃ শিক্ষা জাতির একটি বড় বিনিয়োগ। এটি মানবসম্পদ তৈরি করা বিনিয়োগ, মানুষকে রক্ষা করা বিনিয়োগ, মানুষকে সৃজনশীল করা বিনিয়োগ এবং মানুষকে কর্মশীল করার বিনিয়োগ। সেই শিক্ষা খাতে খরচ করছে

সেটি যেন গুণগত শিক্ষাটা যাতে আসে সেটা দেখা দরকার। আমরা করো না প্রথমে দেখেছিলাম বেশ কয়েকটি শহরে করো না ভালোভাবে অ্যাটাক করার পর সেই পরিপ্রেক্ষিতে শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান বন্ধ করে দেওয়া হয়েছিল। সেটা ঠিকও আছে। প্রথম দিকে আসলে শহরে অনলাইনে ক্লাস করার বিষয়টা ছিল। কিন্তু আমাদের ৭৫ শতাংশ শিক্ষার্থী গ্রামে এই শিক্ষার্থীরা গত কয়েক মাস কোনরকম পড়াশোনার ছাড়াই বসে রয়েছে। শিক্ষা খাতে বাজেট সেটি কিন্তু ঠিকই ঠিক করা হয়েছে। শিক্ষকদের ১০০% বেতন দেয় সেটি বসে বসে দেয়া হয়েছে আর আমরা যে বই সাপ্লাই করে সেখানে বিরাট একটা ভর্তুকি দেই শিক্ষা বাজারে। সে বই আমরা তৈরি করেছি ঠিকই কিন্তু বই কিন্তু পড়া হয়নি সে রকম পরিবেশ তৈরী করা হয়নি। তাই আমি মনে করি মহামারী করে ডিসেন্ট্রালিজেশন এ বিষয়টা খুব গুরুত্বপূর্ণ। তাই শিক্ষা আমাদের লোকাল অ্যাডমিনিস্ট্রেশন এডুকেশন সেক্টর যারা আছে তাদের কাছে যদি বলা হয় যে আপনারা লোকালি এরেঞ্জ করেন। কোন স্কুলে কোন শিক্ষক কিভাবে পড়াবে সেটা একটা ব্যবস্থা করেন। পাঁচ দিন না হোক তিনদিন পড়ানোর ব্যবস্থা করেন। প্রয়োজন হলে খালি মাঠে আপনারা পড়ানোর ব্যবস্থা করেন এই সকল পদক্ষেপ নিলে শিক্ষাটা আসলে কিছুটা হলেও উন্নতি হতো। যখন যে যেখানে যেভাবে আছে তাকে সেখানে সেইভাবে শিক্ষায় ইনভল্ভ করে রাখতে হবে। গুণগত শিক্ষা নিশ্চিত করতে হবে। শিক্ষা খাতের ব্যয় যেন গুণগত অর্জন ইম্প্যাক্ট তৈরি করতে পারে। কিভাবে করবে আমরা জানিনা কিন্তু এই জিনিসটা তাদের করতেই হবেই জবাবদিহিতার বিষয়টা বাজেটের সাথে রাখতে হবে। স্বাস্থ্য স্বাস্থ্য খাতে গত বছর ১০ হাজার কোটি টাকা বরাদ্দ দেওয়া হয়েছিল। গতবছর টোটাল বাজেটে 5% স্বাস্থ্য খাতে বরাদ্দ করা হয়েছিল এবং এই বছরটা এক পার্সেন্ট বাড়িয়ে ৬ শতাংশ করা হয়েছে। কিন্তু আমরা যদি এই ১১ মাসের হিসাব দেখি আমরা দেখব সেখানে কোন নতুন করে ব্যয় হয় নি। এরই মধ্যে স্বাস্থ্যখাতের ডাক্তার, নার্স, বিভিন্ন ধরনের যন্ত্রপাতি নিয়োগ করা হয়েছে কিন্তু প্রকৃতপক্ষে গণস্বাস্থ্যের যে উন্নতি সেটি হয়নি। এখানে প্রাইভেট সেক্টর ইনভল্ভ হতে পারতো কিন্তু অনেক প্রাইভেট সেক্টর বলেছে যে আমরা হাসপাতাল বানায় কিন্তু তাদেরকে আসতে দেওয়া হয়নি। এখনো যদি একটা করো না পরীক্ষা করার জন্য ২৪ ঘন্টা, ৩৬ ঘন্টা লাগে পরীক্ষার রেজাল্ট পাওয়ার পর তাদের কি হবে এই অবস্থার মধ্যে গেলে আসলে হবে না। উন্নয়নশীল দেশগুলোতে ১৫ মিনিট ২৫ মিনিটের মধ্যে করোনা পরীক্ষার ফলাফল দিয়ে দিচ্ছে। আগে আপনি রেজিস্ট্রেশন করবেন এর মধ্যে আপনি পরীক্ষা দিবেন এবং গল্প করতে থাকবেন এবং নির্দ্বিধায় কিছুক্ষণের মধ্যেই আপনি আপনার করণা পরীক্ষার ফলাফল জানতে পারবেন। এভাবেই কিন্তু প্রসেসটা নিয়ন্ত্রণে ভেতর আনার চেষ্টা করছে। পরীক্ষা করা, টিকা দেওয়া এবং মানবিক একটা শক্তির যে বিষয়টা তৈরি করে একই সাথে প্রতিষেধক তৈরি একটা

ব্যবস্থা করতে হবে। টিকার বিষয়গুলো নিয়ে নানান ধরনের জটিলতা কিন্তু এসে যাচ্ছে। তা আমি মনে করি স্বাস্থ্য এবং শিক্ষাখাতে বাজেট একশন মুখি বাজেট হওয়া উচিত নট ফিগার। শুধু বাজেট দিয়ে দিলাম কিন্তু কোন নজরদারী নেই তাহলে কিন্তু হবে না। আপনাদের মনে আছে কিনা জানিনা মাননীয় সংসদ ৫ মার্চ আগের বছর স্বাস্থ্য সচিবের কাছে জানতে চেয়েছিল সামনে করো না কে কেন্দ্র করে আপনাদের কি কি প্রস্তুতি কি কি পদক্ষেপ আছে। অর্থ সচিব নিশ্চয় পরিপ্রেক্ষিতে কিছু ফিগার দিয়েছিলেন যার সাথে বাস্তবে কোন মিল পাওয়া যায়নি। সুতরাং স্বাস্থ্য বিভাগের দায়িত্বশীল করতে হবে এবং এবং স্বাস্থ্যের কমিটিতে যারা রয়েছেন তাদের বাজেট নিয়ে চুলচেরা বিশ্লেষণ করতে হবে। আমি না করলে কি ধরনের ব্যবস্থা নেয়া হবে। তৈরি করতে হবে যে আমরা জিডিপি কথা বলছি জিডিপি হচ্ছে গ্রোথ দমেস্টিক প্রডাক্ট। আমার প্রোডাক্ট কই? আমার প্রোডাক্ট যদি না হয় কিন্তু আমার সংখ্যায় যদি জিডিপি বড় হয় তাহলে তো হবে না। এই ধরনে অবস্থা হলে তো হবে না যে রোগী মরে যাওয়ার পর ডাক্তারের আগমন। ডাক্তারকে এ বিষয়ে আগেই আগমন হতে হবে মানে বরাদ্দ দিলাম কিন্তু সেটি ঠিকমত নজরদারী নেই তা হবে না।

জিল্লুর রহমানঃ ড. মুহাম্মদ আব্দুল মজিদ কোভিড পরিস্থিতি এখন এই জায়গাটা কি দাঁড়িয়েছে?

ড. মুহাম্মদ আব্দুল মজিদঃ কোভিড পরিস্থিতিতে মানসিক যে একটা মেন্টাল প্রবলেম বা রিলেশনশিপ জনিত কারণে যে সমস্যা সেটি বৃদ্ধি পেয়েছে। পৃথিবীর যত রিহাব সেন্টার রয়েছে সেগুলো কিন্তু অলরেডি বুকড। অনলাইনেই কাউন্সেলিংয়ের প্রচুর ব্যবসা হচ্ছে। ওয়েস্টার্ন ওয়ার্ল্ডে আত্মীয়স্বজন বন্ধুবান্ধব তাদের কিন্তু কথা বলার কোন মানুষ থাকে না। ওভার দা ফোন অথবা রিহ্যাব সেন্টারে যায়, সাইকিয়াট্রিস্টের কাছে যায় সে জায়গাগুলোতে আমার মনে হয় আমাদের অনেক কিছু করার সুযোগ রয়েছে। এইযে মাদকাসক্তি এবং মেন্টাল হেলথ এর বিষয়গুলোর ট্যাক্স ফ্রি করে দেওয়া উচিত। এখন অনেক রিহাব সেন্টার রয়েছে যেগুলোর জায়গা নেই যেমন ছেলেমেয়েরা কিন্তু আকাশ দেখতে পারে না। আমারতো মাঠ নেই তো সরকার একটা বড় পার্ক করে দিতে পারে মানসিক রোগীদের জন্য। এই জায়গাটা কাজ করা ভীষণ প্রয়োজন। আমি যদি ব্যবসার সাথে আছি যে ১০ বছরের বাচ্চা থেকে শুরু করে কন্টিনিউড সব ডিপ্রেশনের রোগী রয়েছে। যত আনসারটেইনিটি থাকবে তখন কিন্তু মেন্টাল ইলনেস বাড়তে থাকবে। আমার মনে বাজেট ঐখানে কিভাবে কি করা যায় সেটার ব্যবস্থা করা উচিত। আর কথায় কথায় উঠে যেতে ওয়ার্কফোর্স এর কথা আমাদের কিন্তু এত লোক আছে বাংলাদেশ কিন্তু আমাদের কিন্তু স্কিলড লোক নেই। স্কিলড লোক না

থাকায় আমাদের ফ্যাক্টরিতে যখন তখন লোক আসে চলে যায় দেখা যায় ধান কাটতে দরকার হবে ধান কাটতে চলে যায়। দই খেতে যেত স্কুল-কলেজ বন্ধ আছে এবং তারা বাসায় বসে আছে তাই তাদেরকে একসাথে টেকনোলজিক্যাল একইভাবে আরো ভালোভাবে প্রশিক্ষণ দেওয়া যায় বা কি করতে পারে সরকার এটাকে এক্সপান্ড করা যেতে পারে সুতরাং যাদের গার্মেন্টসে অ্যাসোসিয়েশন কর্মকর্তার সাথে যোগাযোগ রয়েছে তারা কিন্তু সরাসরি ঢুকে যেতে পারে। তা না হলে বেকার সমস্যা বিরাট ভাবে বাড়াবে এবং এর সাথে সাথেই মানসিক রোগ একসাথে জোড়া হয়ে যাবে হিজড়া হয়ে যাবে। তাই বাজেটে আসলে ইয়াং জেনারেশন পড়ুয়া ছেলে যারা স্কুল,কলেজে পড়ছে ওদেরকে একটা ডাইরেকশন দেখানো আমি মনে করি প্রয়োজন এসএমই ফাউন্ডেশন কাজ করছে কিন্তু এত সীমিত আকারে কাজ করছে ইটস নট এনাফ।

জিল্লুর রহমানঃ ডক্টর মজিদ আমরা একদম শেষ প্রান্তে যদি আপনি ৩০ মিনিটে যদি কিছু অ্যাড করতে চান।

ড. মুহাম্মদ আব্দুল মজিদঃ মহামারী কলেজে বাজেট হবে সেটি হচ্ছে ডিসেন্ট্রালিজেশন। দায়িত্বশীল আচরণ করে সংসদীয় কমিটিগুলো কে বাজেট বিশ্লেষণ করে স্বতঃস্ফূর্তভাবে অংশগ্রহণ করতে হবে। শুধুমাত্র সংসদ সদস্যরা দশ মিনিটের বক্তব্য দিয়ে চলে যাবে না এমন না। তৃতীয়তঃ হচ্ছে অ্যাটিটিউড তার সরকারের পজিটিভ থাকতে হবে সকলের প্রতি। একটা ঐক্যমতে বিষয় থাকতে হবে কিন্তু ঐক্যমতে বিষয়টা পারস্পরিক সমালোচনার মাধ্যমে গঠিত হয় না। আমি শুধু এনবিআরকে দাবিকরে গেলাম কিন্তু আমার এখানে যে বিদেশি লোক আছে তাদেরকে ট্যাক্স দেয়ার ব্যাপারে আমি কিছু বললাম না এবং তারা বিদেশে আমাদের টাকা নিয়ে যাচ্ছে, এখান থেকে রেভিনিউ নিয়ে যাচ্ছে আমি সে ব্যাপারে সহযোগিতা করলাম না তাহলে হবে না।

জিল্লুর রহমানঃ অনেক ধন্যবাদ আপনাদের দুইজনকে আমাদের সাথে যুক্ত হওয়ার জন্য। দর্শক কথা হচ্ছিল আগামীকাল জাতীয় সংসদে বাজেট উত্থাপিত হবে বাজেট কেমন হওয়া উচিত সেই প্রসঙ্গে। করোনার মধ্যেই গত বছর বাজেট উত্থাপিত হয়েছে এবং এ বছরও তাই দেখা যাচ্ছে। এবং সেটিকে সবাই গতানুগতিক বাজেটই বলছেন এবং এ বছর বাজেটটি যেন গতানুগতিক না হয় এই বাজেটে যেন সম্প্রসারিত বাজেট হয় সেটি উনাদের প্রত্যাশার। শিক্ষা এবং স্বাস্থ্যকে কেন সবচেয়ে বেশি গুরুত্ব দেওয়া হচ্ছে সেই বিষয়ে তারা আলোচনা করেছেন। তারা বলছেন শিক্ষা স্বাস্থ্য ক্ষেত্রে গুরুত্ব তার বিষয়ে যেন একশন অরিয়েন্টেড হয় যাই করা হোক যে কর্মসূচি না হোক না কেন সেটি যেন একশন

অরিয়েন্টেড হয়। অর্থ ব্যয়ের যে মান সেটি গুণগত মান এবং সক্ষমতা অর্জন করতে হবে। বাজেট বাস্তবায়নই বড় চ্যালেঞ্জ কিন্তু ও প্রতিবছরই অনেক কিছুই আসে থেকে যায় যদি বাস্তবায়িত হয় না। ব্যবসায়ীরা যেন আগের অবস্থানে ফিরে যেতে পারে তার জন্য প্রটেকশন হেল্প দরকার সেটি বলছিলেন। দেশীয় পণ্যের প্রোডাকশন বাড়াতে হবে সেটিও বলেছেন। সামাজিক ব্যবসা যারা করছে তাদেরকে এক্সট্রা মওকুফ করে দিতে হবে। টেকনোলজি ব্যাপারটা বলছেন বাংলাদেশের টেকনোলজি বাড়ানোর কথা বলছেন এবং বাংলাদেশের মাধ্যমে চেক করাচ্ছেন সেটি নিয়ন্ত্রণে কথা বলছিলেন। বাংলাদেশের ট্যাক্স খতে জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের উপর চাপটা বেশি কারণ তাদের টার্গেট দিয়ে দেওয়া হয় সুতাং যারা ট্যাক্স দিচ্ছে তাদেরকে ট্যাক্স দিতেই হচ্ছে আর যারা দেয়না তাদের কে কিছু বলে না এটিও তারা বলেছেন। এবং মিস্টার শাহেদুল স্কিল ডেভেলপের কথা বলছিলেন। দর্শক হয়েছিল আজকের আলোচনা আমাদের সাথে থাকার জন্য অসংখ্য ধন্যবাদ। আপনাদের সবার জন্য শুভকামনা।